The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন : সংগঠনসমূহের ভূমিকা

[Cultural Movement in Rajshahi University: Role of Organizations]

Dr. Md. Arifur Rahman
Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 05 March 2025
Received in revised: 27 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Rajshahi University, cultural movements and organization.

ABSTRACT

Life consciousness is reflected through culture. Culture is always evolving, creative and benevolent. Different areas of culture were chosen as a means of protest, struggle and movement during the various transitions of Bengali. The use of culture as a method of organized movement to embody the plight, anger and protest of oppressed people began in the mid-1930s. Cultural movement has provided strength in every struggle of Bengali freedom struggle. We have seen creative use of songs, poems, dramas, cartoons or caricatures in every field from language movement to liberation war. After the Independence of Bangladesh, various fields of culture have played their own role in the struggle of democratic movements. Rajshahi University played an important role for cultural movements after the freedom struggle and independence of Bangladesh. The role of cultural organizations of Rajshahi University in the movement was undeniable. This article is to highlight the role of the organizations in various democratic movements in Rajshahi University.

সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলো সমাজের সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কার্যক্রমের সমষ্টি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন সাধারণত সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সমর্থন করে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিবর্তন নয় বরং মানুষের মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। এটি সমাজের মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং নতুন মূল্যবোধের প্রচলন করে। এই আন্দোলনগুলো সাধারণত শোষণ, বৈষম্য বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সমাজে সাংস্কৃতিক মুক্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। এটি শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে জীবনধারার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়টি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

গবেষণার উদ্দেশ্য

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্র-শিক্ষকের সচেতন অংশ জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি নানামুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলন অব্যাহত রাখেন। "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন: সংগঠনসমূহের ভূমিকা" শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা;
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা; ও
গ. সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রভাব নির্ধারণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে–

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বার্ষিকী ও প্রকাশনা।

খ. সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের কার্যক্রম ও প্রতিবেদন।
গ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার।
ঘ. সংবাদ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উৎস।

যৌক্তিকতা

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ জন্মের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিক বিকাশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। সেই হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করার যৌক্তিকতা রয়েছে। এতে করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তৎকালীন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আত্ম-পরিচয়ের মূল সূত্রটি বিকশিত হতে থাকে।[১] বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার এই আন্দোলন পরবর্তীতে জাতীয় চেতনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের গান, কবিতা, নাটক ও যাত্রাপালার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন।[২] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানানো হয়। দেশ স্বাধীনের পর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন।[৩] ধ্বংসযজ্ঞ থেকে জেগে ওঠা মানুষের মননে সত্যিকারের অর্থ প্রতিষ্ঠা করতেই স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মীরা কাজ শুরু করেছিলেন।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে নাটোর থেকে প্রশাসনিক কেন্দ্র রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। তখন থেকে রাজশাহী একটি পূর্ণাঙ্গ শহর হিসেবে গড়ে উঠে। তৎকালীন রাজা-জমিদারদের আর্থিক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় পেশাজীবী এবং শিক্ষানুরাগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজশাহী শহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গড়ে ওঠে অনেক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বাংলার ঐতিহ্য-নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ১৯১০ সালে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' গড়ে ওঠে।[৪] পরবর্তীতে এটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৪ সালে জাদুঘরটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে।[৫] বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পরিচালক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়'র উদ্যোগেই রাজশাহীতে সর্বপ্রথম নাট্যচর্চা শুরু হয়। এ সমিতির উদ্যোগে 'বেণী সংহার', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকও অভিনীত হয়। 'রাজশাহী সমাজ সেবক সংঘ', 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব' ও 'রাজা প্রমথনাথ টাউন হল' রাজশাহী সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৬] রাধিকা মোহন মৈত্র ও হাবু মৈত্রের প্রচেষ্টায় রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয় সংগীত শিক্ষা ভবন। পরবর্তীকালে রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এখানকার শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি সচেতন ছাত্র-শিক্ষকগণ সংস্কৃতিচর্চা করতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শুরু থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-এর (রাকসু) নানামুখী নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৭] পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক সংগঠন সেভাবে গড়ে উঠেনি। তখন ছাত্র সংগঠন, ছাত্র সংসদ ও রাকসুভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে নাটক মঞ্চায়ন ও বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে রাজশাহী কলেজ মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় 'নিস্কৃতি' নাটক। ১৯৬৫ সালে আবু সাইয়িদ এর সম্পাদনায় হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পত্রিকার প্রকাশ ঘটে।

১৯৬৭ সালে রাকসুর অভিষেকে (বায়েজিদ-সাত্তার পরিষদ) জুলফিকার মতিন রচিত 'গীতিনকশা' পরিবেশিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা 'ছায়ানাট্য' পরিবেশন করেন। তৎকালীন বেতার ও টেলিভিশনের প্রখ্যাত শিল্পীরা উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাকসু ও হল থেকে নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেসময় মেয়েরাও অংশ নিয়েছে। এঁদের মধ্যে– সেলিনা হোসেন, শিখা রায়, খোদেজা, রোজিনা আখতার বানু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৮] ষাটের দশকের শেষে 'সুন্দরম গোষ্ঠী' নামে গানের একটি সংগঠন ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছিল। এ সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে তখন যুক্ত ছিলেন– সুব্রত মজুমদার, গোলাম মুরশিদ, শিশির ভট্টাচার্য, অসিত ঘোষ প্রমুখ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রফিকুল আলম, নার্গিস পারভীন, দীপা বন্দোপাধ্যায়, নার্গিস তানজিমা হক, আমিরুল হুদা প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।[৯]

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে মন্নুজান হলে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। সেখানে শ্যামার গানে কণ্ঠ দেন নার্গিস পারভীন ও বজ্রসেনের গান করেন খ্যাতনামা গায়ক রফিকুল আলম। ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সরস্বতী পূজোয় 'শপমোচন' পরিবেশিত হয়। ১৯৭২ সালে মন্নুজান হলে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।[১০] স্বাধীনতাত্তোরকালে ক্যাম্পাসে 'সূর্য শিশু' নামে একটি শিশু কিশোর সংগঠনের কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ড. এ.এফ. সালাহ্ উদ্দিন। ১৯৭৩ সালে সংগঠনটি 'ডাকঘর' নামে নাটকটি মঞ্চস্থ করে নবাব আব্দুল লতিফ হল মিলনায়তনে।[১১]

১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শের-ই-বাংলা হল অডিটোরিয়ামে মলয় ভৌমিকের নির্দেশনায় 'রাজ ঝোটক' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।[১২] তৎকালীন রাকসুর আমন্ত্রণে গোপালপুর কলেজের শিক্ষার্থীরা এই নাটকে অভিনয় করে। ১৯৭৬ সালে বাংলা বিভাগে 'কবিতা সারথি' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। সত্তর দশকের শেষে ও আশির দশকের প্রথম দিকে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা 'আড্ডা' ও 'শব্দায়ন' নামে পত্রিকাভিত্তিক সাহিত্য গোষ্ঠী গঠিত হয়। অনিয়মিত হলেও 'শব্দায়ন' পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়।[১৩] সে সময় হল সংসদ ও বিভাগের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে নাটক মঞ্চায়ন হতে থাকে। ১৯৭৭ সালে হল সংসদের উগ্যোগে বার্ষিক অভিনীত নাটকগুলা হচ্ছে– শাহ্ মখদুম হলে সমরেশ বসুর 'ছুটির ফাঁদে', সৈয়দ আমীর আলী হলে উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজি', নবাব আব্দুল লতিফ হলে 'শেষ বিচার', শহীদ শামসুজ্জোহা হলে রাধারমণ ঘোষের 'যদি আমি কিন্তু আমি', শহীদ হবিবুর রহমান হলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' এবং মন্নুজান হলে 'ঋণংকৃত্বা'।[১৪] ১৯৭৭ সালে ইংরেজি বিভাগে 'দি বিশপ'স ক্যান্ডেলটিমস', সমাজবিজ্ঞান বিভাগে 'সংবাদ কার্টুন', বাংলা বিভাগে 'চিকিৎসা বিভ্রাট' ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে 'নৃপতি' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।[১৫] সে বছর রাকসুর উদ্যোগে নাজিম মাহমুদের 'দিনে দিনে বহু' এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একুশে উপলক্ষ্যে 'কবর' নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৭৯ সালে শিশু কিশোরদের নিয়ে অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় 'সিরাজ-উদ-দৌলা' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সংগঠনসমূহের ভূমিকা

সত্তর দশকের শেষে ও আশির দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিভিন্ন সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে। সাংস্কৃতিক মুক্তি ও সমতার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনসমূহ সংস্কৃতিচর্চা করতে থাকে। এপর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম, সংস্কৃতিচর্চা ও সংস্কৃতির প্রসারে তাদের ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

১. অনুশীলন নাট্যদল

অনুশীলন নাট্যদল ১৯৭৯ সালের ৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] তাদের মূলমন্ত্র– "নাট্য আন্দোলন সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের একটি অংশ"। অনুশীলন নাট্যদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি থিয়েটার গ্রুপ, প্রথমে 'অনুশীলন উনাশি' নাম নিয়ে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে তার নাম নেয় 'অনুশীলন নাট্যদল'।[১৭]সংগঠনটি নাট্যচর্চা ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ধরনের অসঙ্গতির কথা তুলে ধরে। দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই সংগঠনটির সদস্যরা কাজ করেছে। সারাদেশে তাদের ৫০টি প্রযোজনায় ৫২০টি প্রদর্শনী হয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত রয়েছে। কেবল নাটক প্রযোজনাই নয়, প্রযোজিত নাটকগুলোর মধ্যে অধিকাংশই সংগঠনের নাট্যকারদের রচনা। এদিক থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নাট্যসংগঠনের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় বেশ কিছুটা এগিয়ে রাখতে হয়। নতুনদের জন্য প্রায় প্রতি বছরই সংগঠনটি নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। অনুশীলন কেবল অভিনয় বা নাটক মঞ্চস্থ করেই তুষ্ট থাকেনি। বিভিন্ন শোভাযাত্রা, নাট্যউৎসব, সংস্কৃতি বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শনী, সেমিনার, প্রকাশনা, নাট্যজন সম্মিলনী এবং নাট্যব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরেছে।[১৮]অনুশীলন নাট্যদলের প্রযোজনা সমূহের বিবরণ:[১৯]

নং	নাটকের নাম	নাটকের ধরণ	নাট্যকারের নাম	নির্দেশকের নাম	প্রথম প্রদর্শনী	মোট প্রদর্শনী
১.	ওরা কদম আলী	মৌলিক	মামুনুর রশীদ ও সুখেন	মলয় ভৌমিক	১৯৮০	০২
২.	যদি আমরা সবাই	মৌলিক	নিখিল কুণ্ডু	মলয় ভৌমিক	১৯৮১	১৮
৩.	ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল	মৌলিক	এস এম সোলায়মান	মলয় ভৌমিক	১৯৮৩	১৭
৪.	ইবলিশ	মৌলিক	মামুনুর রশীদ	মলয় ভৌমিক	৬.৯.৮৩	০৩
৫.	বাসন	মৌলিক	সেলিম আল দীন	মলয় ভৌমিক	১৪.০৪.৮৪	১৮
৬.	শকুন সাবধান	মৌলিক	মাসুম রেজা	মাসুম রেজা	৩০.১০.৮৪	০৪
৭.	খেলা	মৌলিক	তপন দাস	তপন দাস	১৯৮৪	০৬
৮.	কাকলাস	মৌলিক	মাসুম রেজা	মাসুম রেজা	১৯৮৫	০৮
৯.	সাদা বেনিয়ার	মৌলিক	মাসুম রেজা	মাসুম রেজা	১৯৮৫	০৮

২. থিয়েটার ওয়ার্কশপ

১৯৭৭ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ গড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকমন্ডলী বিশেষ করে মলয় ভৌমিক, আলী আনোয়ার, হাসান আজিজুল হক এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।[২০] অভিনয়, নাটকে আগ্রহী অনেকেই এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রথম পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক আলী আনোয়ার।[২১]

শুরুতেই ২১ দিনের একটি কর্মশালার মধ্যদিয়ে আধুনিক থিয়েটারের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি ভাগে বিভক্ত করে ৪টি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এগুলো হলো: আলী আনোয়ারের অনূদিত 'অনিকেত

বেদনা', শেখর এর 'প্রস্তাব' (অনুবাদ: অজিত ব্যানার্জী), সমুদ্র সওয়ার এবং দেবরাজের মৃত্যু (চিত্তরঞ্জন ঘোষ)। এই কর্মশালা যাদের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করে তারা হলেন ড. আলী আনোয়ার, চৌধুরী জুলফিকার মতিন, হাসান আজিজুল হক, সনথ কুমার সাহা, জিল্লুর রহিম, হাসান আজিজুল অসিত কুমার, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।[২২]১৯৭৮ সালে অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়ের 'তিন পয়সার পালা'র অংশ বিশেষ জুবেরী ভবনে অভিনীত হয়। এরপর ১৯৮০ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় ড. আলী আনোয়ার রচিত নাটক 'পরবাসী'।[২৩] এরপর থেকেই ক্যাম্পাসে নানা নাট্যসংগঠনের অভ্যুদয় ঘটতে থাকে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ নামের সংগঠনটি নাট্যসংগঠন তৈরির বীজ বপন করে তারই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো নাট্যসংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে থিয়েটার ওয়ার্কশপের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩. স্বনন

স্বনন বাংলাদেশের প্রাচীনতম আবৃতি সংগঠন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান আবৃতি সংগঠনের মধ্যে স্বনন সবচেয়ে পুরোনো সংগঠন। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে।[২৪] সংগঠনটির প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন এস.এম. মনিরুজ্জামান। স্বনন-এর নিজস্ব প্রযোজনার সংখ্যা ৮৩ টি। অন্যদের আমন্ত্রণে এ গোষ্ঠী ৮২টি অনুষ্ঠানে নিজস্ব পরিবেশনা উপস্থাপন করেছে। ১৯৮১ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্বনন 'স্বাধীনতার স্বপক্ষে কবিতা' শীর্ষক আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রখ্যাত আবৃত্তিকার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। স্বনন বিভিন্ন দিবস, মাস ও ঋতু উপলক্ষে আবৃত্তির আয়োজন করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে- স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ, পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, বর্ষার আবৃত্তি ও প্রেমের কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্মরণে যেসব আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছে, সেগুলো হলো- জীবনানন্দ দাশ ও আবুল হাসান স্মরণে আবৃত্তি অনুষ্ঠান (৫ ডিসেম্বর ১৯৮৪), কবি আহসান হাবীব স্মরণে আবৃত্তি অনুষ্ঠান (১৯৮৫), অমিয় চক্রবর্তী স্মরণে আবৃত্তি (১৯৮৬), রবীন্দ্র গবেষক উইলিয়াম র‍্যাদিচের আগমন উপলক্ষে আবৃত্তি অনুষ্ঠান (১৯৯০), শহীদ নূর হোসেন স্মরণো (১৯৯১), কবি পূর্ণেন্দুপত্রী স্মরণে কবিতা পাঠ (১৯৯৭), এবং নাজিম মাহমুদ স্মরণে একাধিকবার কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান।[২৫]

স্বনন এখনো কর্মমুখর। তাদের প্রকাশনার সংখ্যা ১০। জোটভুক্ত সংগঠন হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে কখনো বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেমন- জাতীয় আবৃত্তি উৎসব, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ সহ অসংখ্য সংগঠনের আমন্ত্রণে এ সংগঠন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের মূল কথা হচ্ছে– 'সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা, রাজনৈতিক উম্মাদনা এবং সভ্যতা বিধ্বংসী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে সুস্থ জীবনবোধ জাগরণ এবং মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধ রচনা এই মুহূর্তে অতি জরুরী কাজ, যেহেতু নতুন শতকের প্রজন্মের সামনে সুস্থ আধুনিকতার মর্ম সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা চাই সেহেতু স্বনন।'[২৬]

৪. সমকাল নাট্যচক্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্বাধীন সংগঠন 'সমকাল নাট্যচক্র'। দলটির যাত্রা শুরু ১৯৮১ সালের ২৫ নভেম্বর।[২৭] নাটকের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি এর মূল অঙ্গীকার। এ সংগঠন বহু সংখ্যক মঞ্চ নাটক ও পথ নাটকের আয়োজন করেছেন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ শামীম রাব্বানী। সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'নাটক গণ সচেতনতা নির্মাণের অন্যতম বলিষ্ঠ হাতিয়ার। যা সমাজ পরিবর্তন আন্দোলনের অন্যতম সহায়ক শক্তি। আমরা মাটি ও মানুষের কাছে জীবন ঘনিষ্ঠ চালচিত্র নির্মাণে আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়োজিত রাখবো'। অন্যান্য সংগঠনের চেয়ে সমকাল মঞ্চ নাটকে পিছিয়ে নেই। এ সংগঠন যে সমস্ত মঞ্চ নাটক প্রযোজনা করেছে সেগুলো হচ্ছে- শ্যামল ভাদুড়ী রচিত 'তথাপি সূর্য আসে'(১৯৮২), সুদীপ সরকারের নাট্যরূপে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'(১৯৮৩), শ্যামল ভাদুড়ীর 'ধ্বস' (১৯৮৫), মনোজ মিত্রের 'নৈশভোজ' (১৯৮৭), বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', নাজিম মাহমুদ-এর নাট্যরূপে 'উজীর ঘোড়ার গপ্পো'(১৯৯২), আলী যাকেরের নাট্যরূপে 'সৎ মানুষের খোঁজে' (১৯৯৩) ও টিটো রেদওয়ানের 'চক্রব্যূহ (১৯৯৮)। এ যাবত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাদের মঞ্চ নাটকের মোট সংখ্যা ৪৪ এবং ৩১টি পথনাটকের মোট প্রদর্শনী সংখ্যা ৩৬৫।[২৮]

৫. বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার[২৯]

১৯৯০ সালের ৩ জুন বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার যাত্রা শুরু করে। 'জীবনের জন্য শিল্প' এ স্লোগানে সংগঠনটি তাদের কার্যক্রম চালায়। এ দলের ২৬টি প্রযোজনায় ৩৮০টি প্রদর্শনী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। দলের উল্লেখযোগ্য নাটক চিলেকোঠা, রথের রশি, ক্বাহার গরল ও ঠ্যারো।

৬. বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা

১৯৮৪ সালের ১০ জানুয়ারি সংগঠনটির জন্ম। বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গানের পাশাপাশি নাটকও করে। গণসঙ্গীতের জন্য তারা বিখ্যাত। মেহনতী মানুষের সামগ্রিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত কূপমন্ডকতার বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়িয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য গণশিল্পী সংস্থা কাজ করে। এর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে– লোকসংস্কৃতির উৎসব ১৪০৩ ও ১৪০৪ লোকনৃত্যনাট্য মহুয়া (১৯৯৬), নিশুতী রাতের বাশী (১৯৯৭), বৈদেশীয়া (১৯৯৯)।[৩০]

৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন (রুডা)

১৯৮৩ সালের ৬ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় রুডা। সংগঠনটি নিয়মিত তাদের কার্যক্রম করে চলেছে। এ পর্যন্ত ৪৮টি নাটকের ৪০০ প্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৭১ পান্তা আকালী, বিচ্ছু গিরগিটি, গাধা ও উভচর রুডার উল্লেখযোগ্য নাটক। রুডা প্রযোজিত কিছু উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে- মান্নান হীরা রচিত 'ক্ষুদিরামের দেশে', 'ফেরারী নিশান', বাদল সরকারের 'মণিকাঞ্চন', মমতাজ উদ্দীন আহমেদের 'বর্ণচোর', আন্তন শেখভ এর 'গিরগিট', মলিয়ের 'বিচ্ছু', সৈয়দ শামসুল হকের 'প্যাটের বিষ', মনোজ মিত্রের 'টাপুর টুপুর' প্রভৃতি। এগুলো ছাড়া রুডার বিশেষ আয়োজন দশম বর্ষপূর্তি উৎসব (১৯৯৪), পথনাটক উৎসব (১৯৯৬), চতুর্দশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নাট্যোৎসব (১৯৯৭), ষোড়শ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং নাট্যোৎসব (১৯৯৯), বিজয় উৎসব (১৯৯৯) প্রভৃতি।[৩১]

৮. বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

১৯৮৭ সালে উদীচী প্রতিষ্ঠিত হয়। নাচ, গান ও নাটক এই তিন মাধ্যমেই উদীচী সক্রিয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সংগঠনের প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন মুহাম্মদ মিজান উদ্দীন।[৩২]এ যাবত উদীচী ৪টি মঞ্চনাটকের ১৪টি প্রদর্শনী সম্পন্ন করেছে। মঞ্চনাটকগুলো হচ্ছে- শৈলেশ গুহ রচিত 'ফাঁস', সালাম সাকলাইন এর 'চোর', মান্নান হীরা রচিত 'খেলাখেলা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর'। প্রযোজিত ১৯টি পথনাটকের ১০৭টি প্রদর্শনী সম্পন্ন করেছে। পথনাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রতন সিদ্দিকীর একজন 'ইবলিশের পোস্টমোর্টেম', 'ইয়ার্কি', এস.এম, আবু বকরের 'দেড় দিনের গপ্প', সৈয়দ শামসুল হকের আকিকার গরু প্রভৃতি। উদীচী'র পরিবেশিত গীতিআলেখ্য 'ইতিহাস কথা কও', 'শেকড়ের সন্ধানে' এবং 'মৃত্যুহীন প্রাণ'। উদীচীর একটি যুগোপযোগী কার্যক্রম হচ্ছে সেমিনার ও আলোচনার আয়োজন। এ যাবত এ সংগঠন ২৩ টির মতো সেমিনারের আয়োজন করেছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়- সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গণতন্ত্রায়ণ, নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি। একক এবং যৌথ আবৃত্তি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ সংগঠনটির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এ যাবত ১৬ টি আবৃত্তি সংকলন পরিবেশিত হয়েছে। 'কালপত্রের স্বাধীনতা', 'জয় হোক মানুষের', 'ওরা আমার ভাই', 'স্বপ্নের বাংলাদেশ' প্রভৃতি। উদীচীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, বন্যার্তদের মধ্যে সাহায্য প্রদানে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী যথার্থ ভূমিকা পালন করেছে। '৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় উদীচীর শিল্পীরা গান গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করে এবং উপাচার্যের তহবিলে ২৫০০ টাকা জমা দেয়। পদ্মার চরে ৮০০ মানুষকে খাওয়ায়। উদীচীর সমাজ সেবার প্রত্যক্ষ সংশ্লেষ আমাদের আশান্বিত করেছে।

৯. বাংলাদেশ মুক্ত নাট্যদল[৩৩]

১৯৮৩ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটক নিয়ে সংগঠনটি কাজ করে থাকে। প্রথম সভাপতি ছিলেন– মলয় ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল ইসলাম লিটন।

১০. অরণি সাংস্কৃতিক সংসদ[৩৪]

১৯৮৯ সালে এ সংগঠনটি গড়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন অমিয় রঞ্জন রায়।

১১. তীর্থক নাটক[৩৫]

১৯৯৪ সালের ১৮ আগস্ট এই সংগঠনটি গড়ে ওঠে। পথ নাটকের সংগঠন হিসেবে দলটির বেশ সুনাম রয়েছে। তাদের মোট নাটকের সংখ্যা ১৮টি। আদাব, লালসবুজ, রিসার্চ এ দলের অন্যতম নাটক। নাট্য আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য রাজশাহীর বাইরে, যেমন দর্শনায় ২টি প্রদশনী ('বাসন' ও 'নেপথ্যে') ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে আলমডাঙ্গায় ২টি নাটকের অভিনয় ও পাবনার চাটমোহরে '৯৮ সালে সঙ্গীতানুষ্ঠানসহ 'বেঁচে ওঠার বিপদ' নাটেকের প্রদর্শনী করে। ১৯৯৭ সালে তীর্থক নাটক শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্মী পদক প্রবর্তন করে।[৩৬]

১২. বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ[৩৭]

১৯৯৭ সালের ১৯ জুলাই অত্র সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, গনতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা এ নীতিমালাকে গ্রহণ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মননচর্চা করা এ সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এছাড়া সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য, নাটক, প্রদর্শনী, সেমিনার ও প্রকাশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে সংগঠনটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সংগঠনের নিজস্ব প্রযোজনায় মঞ্চ নাটক 'ছারপোকা' (১৯৯৯) এবং পথ নাটক 'প্যাঁচ' (২০০০) প্রদর্শিত হয়েছে। বিভিন্ন সময় ৬টি গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক পরিষদ নাটক, গান ও আবৃতিচর্চা করে। যদিও দলটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী, তবুও অন্যান্য দলের মতোই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করে। ক্ষেপা পাগলার প্যাঁচাল, জনৈক ইমান আলী ও চান মিয়ার বায়োস্কোপ উল্লেখযোগ্য নাটক।

১৩. চিহ্নমেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'চিহ্ন' বাংলা ভাষার একটি প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্য পত্রিকা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শহীদ ইকবালের সম্পাদনায় ২০০০ সালে প্রথম সংখ্যা বের হয়।[৩৮] 'এসো লিখিয়ে সব, লেখায় লেখায় ভাঙি মগজের কারফিউ' স্লোগানকে সামনে রেখে পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে। চিহ্ন পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার মান উন্নয়ন করা। সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে চিহ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।[৩৯] চিহ্ন পত্রিকার উদ্যোগে ২০১১ সাল থেকে চিহ্নমেলার আয়োজন করা হয়। এটি বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ লিটলম্যাগ সম্মিলন হিসেবে পরিচিত।

১৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব[৪০]

ক্লাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ক্লাব। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে অবস্থিত। ক্লাবটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ষাটের দশকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ক্লাবটি।এ ক্লাবের উদ্যোগে একে একে মঞ্চস্থ হয় অশ্রুকুমার সিকদারের 'এক যে ছিল ঘোড়া' (মূল জুলিয়াস হে), উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার', মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙ্গা মধু', মুনীর চৌধুরীর 'কবর', 'কেউ কিছু বলতে পারেনা' (মুলঃ জর্জ বার্নাড শ), মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান', হাসান আজিজুল হকের 'চন্দর কোথায়' (মূলঃ জর্জ শেহাদে), মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' (১৯৮৪), বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' (১৯৮৫), জুলফিকার মতিনের 'না ফেরা' (১৯৮৫), এছাড়াও 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'কেনারাম বেচারাম', 'গল্পে হেকিম সাহেব' (১৯৯৭) প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এ সব নাটকের নির্দেশনায় অধ্যাপক আলী আনোয়ার, হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, জুলফিকার মতিন, জাহেদুল হক টুকু, মোখলেসুর রহমান, আব্দুর রহমান, শিশির ভট্টাচার্য, মোকাররম হোসেন, জেবুন্নিসা মাহমুদ, পলি ইসলাম, রোকশানা রাজ্জাক রুনু, নূরুল হোসেন চৌধুরী, মলয় ভৌমিক, ফারুক-উজ্জামান, সফিকুন্নবী সামাদী প্রমুখ।

১৫. বাংলাদেশ লেখক শিবির (রাবি শাখা)[৪১]

লেখকদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংগঠনটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক। সংগঠনের সদস্যরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরেন। বর্তমানে এই সংগঠনের কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

১৬. ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (টিএসসিসি)

১৯৯৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দারের নামানুসারে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়।[৪২] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চা এবং মুক্তচিন্তার সহায়ক সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন হল ও বিভাগসমূহকে সহয়তা দান এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে টিএসসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩] কেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিকচর্চার সুযোগ প্রদান করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্দেশ্যসমূহ[৪৪]:

ক. বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিত সক্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান।
খ. বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, অনুষদ, বিভাগ ও অন্যান্য ইউনিটভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
গ. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অবকাঠামো গঠন ও সমন্বয় সাধন।
ঘ. সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে পরিবেশ গড়ে তোলা।
ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পরামর্শ ও সহায়তা দান।
চ. রাজশাহী বিশবিদ্যালয়ের শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা।

টিএসসিসি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন করে। যার মধ্যে রয়েছে–

ক. সঙ্গীত, নাটক ও তবলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
খ. বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা; ও
গ. জাতীয় দিবসগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই কার্যক্রমগুলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই কেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে।

১৭. রবীন্দ্র সংগীত মেলা[৪৫]

১৯৮৩ সালে এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন নাজিম মাহমুদ, রবীন্দ্র সংগীতকে গণমানুষের সামনে তুলে ধরা এ সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমানে ক্যাম্পাসে সংগঠনটির কোন কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় না।

১৮. মুক্তিযুদ্ধচর্চা কেন্দ্র[৪৬]

১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধচর্চা কেন্দ্র নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠে। নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঠিক বিকাশ, তাদের মননে মুক্তচিন্তার প্রসার ও সুকুমার বৃত্তিক চর্চায় উৎসাহিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ সংগঠনটির প্রদর্শিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ডাক দিয়ে যাই (১৯৯৩) এবং অবাক জলপান (১৯৯৭)। 'মুক্তি' নামে একটি পত্রিকাও এ সংগঠন থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৯৩ সালে জাহানারা ইমাম ক্যাম্পাসে এসে সংগঠনটি পরিদর্শন করেন। সংগঠনটির কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন রহমতউল্লাহ ইমন।

১৯. আবহমান সাংস্কৃতিক সংসদ[৪৭]

১৯৮৯ সালে সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করে। বাংলা বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক ড. সুজিত সরকার এ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

২০. অগ্নিবীণা শিল্পীগোষ্ঠী[৪৮]

১৯৯০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংগঠনটির শিল্পীরা জাতীয় দিবসসমূহ ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মো. শহিদুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ইউসুফ বকুল।

২১. নারী প্রগতি[৪৯]

১৯৯৬ সালের ৩০ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা। রোকেয়া দিবস, নারী দিবসসহ জাতীয় বিভিন্ন দিবসে এ সংগঠনটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনটি থেকে 'নারী প্রগতি' নামে বুলেটিনের প্রথম (১৯৯৮) ও দ্বিতীয় (১৯৯৯) সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

২২. ঐকতান[৫০]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐকতান একটি বহুমুখী সংগঠন। আবৃত্তি, নাটক ও সঙ্গীতের ত্রিমুখী সাধনার দ্বারা তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক মননচর্চার পথ খোলা রেখেছেন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকাল ১লা জুলাই, ১৯৯৮ইং। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক মাসুদ চোধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল ইসলাম। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে এ সংগঠনটি এগিয়ে গেছে। ক্রমাগত কাজের মাধ্যমে শিল্পের উৎকর্ষ সাধন এ সংগঠনটির অন্বিষ্ট। ঐকতানের নাট্য প্রযোজনা ৫টি। সব নাটকই পথনাটক। নাটকগুলো হচ্ছে- মিলন চৌধুরীর 'যায় দিন ফাগুনো দিন' (১৯৯৪), সফদর হাশমীর 'হল্লাবোল' (রূপান্তর সফিকুন্নবী সামাদী), সফিকুন্নবী সামাদীর 'জরিমন' (১৯৯৮), অলোকবসুর 'বান্দরের কিস্‌সা' (১৯৯৮), 'আওরত' (২০০০)। 'বিত্ত বিহীন বৃত্ত', 'কথা বলে ওঠো', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' প্রভৃতি শিরোনামে ড. সফিকুন্নবী সামাদীর গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ ছাড়া ১৯৯৬ সালে লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান, ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার ২৫ বছর উপলক্ষে সঙ্গীতানুষ্ঠান, শচীনদেব বর্মন স্বরণে সঙ্গীতানুষ্ঠান (১৯৯৮), চতুর্থ পথনাটক উৎসবে সঙ্গীতানুষ্ঠান (১৯৯৮) নজরুল জন্মশতবর্ষ ও রবীন্দ্র নজরুল স্মরণে এ সংগঠনের পক্ষ থেকে সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপত্র পাঠক ফোরাম[৫১]

১৯৮৯ সালের ৪ এপ্রিল সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সৃজনশীল প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলাই সংগঠনটির উদ্দেশ্য। এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত দেশ-বিদেশের পত্রিকা পাঠ, সাপ্তাহিক সাধারণ জ্ঞানের আসর, মাসিক উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। ১৯৯৪ সাল থেকে 'মাসিক ফোরাম' নামে একটি পত্রিকা সংগঠন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মহব্বত আলী ও সাধারণ সম্পাদক আবিদ হাসনাত।

২৪. বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ[৫২]

১৯৮৮ সালে বিকল্প সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চ, অগ্নিবীণা শিল্পী গোষ্ঠী, রঙ্গন চারুকারু শিল্পী গোষ্ঠী, কথন আবৃতি সংসদ ও সন্দীপন সাহিত্য পরিষদ এর আওতাভুক্ত। এ সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যচর্চা, আবৃতি ও নাটক প্রযোজনা এবং সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং অপসংস্কৃতি রোধের মাধ্যমে সুশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ও প্রত্যেয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

২৫. আদিবাসী স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি (আসারু)[৫৩]

আদিবাসী স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সংক্ষেপে আসারু নামে পরিচিত। ১৯৮৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলবার্ট সরেন ও সুদর্শন মালো সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এটি আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। মূলত: নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে এর কর্মীরা তৎপর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটের নানা অনুষ্ঠানে আসারু আদিবাসী সংস্কৃতি উপস্থাপনা করে থাকে।

২৬. জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)[৫৪]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাসাস ১৯৯২ সালের ৫ অক্টোবর থেকে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ সংগঠনের আদর্শ বাঙালি জাতীয়তাবাদ। দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই হচ্ছে এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে এ সংগঠন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকে। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. এমদাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান।

২৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যমঞ্চ[৫৫]

১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর থেকে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু। পথ নাটক ও মঞ্চ নাটক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে তারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নাটক প্রযোজনা করে সুনাম অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মো. তরিকুল ইসলাম নয়ন ও মো. মামুন-উর-রশীদ।

২৮. অনিবার্ণ সাংস্কৃতিক সংসদ[৫৬]

১৯৯৩ সালের ১৮ আগস্ট এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি।

২৯. মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমান্ড[৫৭]

১৯৯৮ সালের ২৮ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক কমান্ড নামক সংগঠনের জন্ম হয়। বিভিন্ন দিবসে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন মনসুর আহমেদ খান এবং সদস্য সচিব নিহার সিংহ।

৩০. সংস্কৃতি পরিষদ, দ্রোহী, শীলন ও যুক্তিবাদী সমিতি[৫৮]

আশির দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে বেশ কয়েকটি সংগঠনের উদ্ভব হয়। সংস্কৃতি পরিষদ ও দ্রোহী নামে দু'টি সাংস্কৃতিক সংগঠন এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতিক পরিষদের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মিঞা মিজানুর রহমান, সরওয়ার মুর্শেদ রতন, জাহিদ হোসেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। দ্রোহী নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনটি ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গণসঙ্গীত, নাটক, আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল এর কর্মকাণ্ড। 'শীলন' নামে অপর একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৯৮৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠন ছিল। সরওয়ার মুর্শেদ, কলোল চক্রবর্তী, বাদল প্রমুখ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবাদী সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক এস.এম. আবু বকর। কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল এ সমিতি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার প্রবাহ সবসময় অব্যাহত ছিল। সাময়িকভাবে বাধা বিপত্তি এলেও উদ্যমশীল কর্মীরা সে সব বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

৩১. রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি[৫৯]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং সোসাইটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংগঠন। মনন ও বুদ্ধিচর্চার সম্মিলিত প্রয়াসেই সংগঠনের জন্ম। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৩ সালের ৯ ডিসেম্বর সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শে বলা হয়েছে- ক্যাম্পাসের বিতর্কমনা ছাত্র ছাত্রীদের বিতর্কচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য সংগঠিত করা এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃহল ও আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে থাকে। সোসাইটি সফলভাবে আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১৯৯৬ এবং ১৯৯৯ সম্পন্ন করেছে। এতে ১৪টি হল অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ১৯৯৬ সালের ৯ জুলাই থেকে ১২ জুলাই সোসাইটি ৪দিন ব্যাপী বিতর্ক কর্মশালার আয়োজন করে।

৩২. বিদেশী সাংস্কৃতিক দলের কর্মকাণ্ড[৬০]

স্বাধীনতার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে সব বিদেশী সাংস্কৃতিক দল মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান নিবেদন করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিমকভের নেতৃত্বে রুশ সাংস্কৃতিক দল, বালকৃষ্ণ মেনন, অরবিন্দ বিশ্বাসের নেতৃত্বে রবীন্দ্র ভারতী নৃত্য নাট্য দল, শর্মিলা রায়ের নেতৃত্বে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী দল, সুশীল সাহার নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার ময়ূখ সাংস্কৃতিক দল, অশোক মুখোপাধ্যায় ও দেবাশিস দাশগুপ্তের টিনটুকি পুতুল নাচের দল প্রভৃতি। স্বাধীনতার পূর্বে যেমন ঢাকার বুলবুল ললিত

কলা একাডেমি কয়েকবার নৃত্য নাট্য পরিবেশন করেছে। তেমনি স্বাধীনতা উত্তর কালেও ঢাকার নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার এবং অন্যান্য নাট্যদল সমূহ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান করেছে। ১৯৭৬ সালে ক্যাম্পাসে ১২টি বিদেশী স্টল সহ ৪৮টি স্টল নিয়ে জাতীয় গ্রন্থ মেলা আয়োজিত হয়। গ্রন্থ মেলার অনুষ্ঠান সমূহে দেশের বিশিষ্ট কবি ও লেখকেরা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও বিশ্ববিখ্যাত অনেক খ্যাতনামা পন্ডিত ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মসিয়ে আঁদ্রে মালরো, মূলক রাজ আনন্দ, গোপাল হায়দার, শিবনারায়ন রায়, তপন রায় চৌধূরী, টমাস পেইন, উইলিয়াম র‍্যাডিচে, রবিন র‍্যামজে, ব্লাদিমির ভেত্রোনস্কি, নীলিমা সেন, শাওলী মিত্র, অমর পাল, পূনেন্দু পত্রী, পূর্ণদাস বাউল, শৈলজা রঞ্জন মজুমদার, রমিলা থাপার প্রমুখ।

৩৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক জোট ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়[৬১]

দেশের রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশ সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে বারবার হুমকি হয়ে দাঁড়াবার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠকবৃন্দ নিজেদের ঐক্য, শক্তি ও কার্যক্রম চালু রাখার জন্য জোটের প্রয়োজন অনুভব করেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালে গঠিত হয় 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক জোট'। ১৯৮৪-১৯৯১ পর্যন্ত এ জোটের আহবায়ক ছিলেন অধ্যাপক মলয় ভৌমিক। বলা যায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই সাংস্কৃতিক জোট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জোটের গঠনতন্ত্র তৈরি হয় ১৯৯১ সালে। ১৯৯৫ সালের পর থেকে প্রগতিশীল সংগঠনগুলা দুটো পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক জোট ও অপরটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট।

৩৪. লোকজ সাংস্কৃতিক সংগঠন

২০২০ সালের ২৮ মার্চ এ সংগঠনটির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা গড়ে ওঠে। রাজশাহী বরাবরই লোক সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান। লোক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলো সকলের সামনে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ সংগঠনটি রাবিতে গড়ে তোলা হয়। রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় লোকআঙ্গিক গম্ভীরাসহ আরোও বিভিন্ন বিষয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাদানগুলোকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করে মানসম্মত সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর এই সংগঠনটি। লোকজ সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাবির আহ্বায়ক মেহেদী হাসান কাজল।

উপসংহার ও সুপারিশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি দেশের এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়টির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব গুণাবলী ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা;
খ. টিএসসিসি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন করা;
গ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা; এবং
ঘ. নতুন প্রজন্মের জন্য নাটক, সংগীত, নৃত্য ও আবৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ সঙ্গীতা ইমাম, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন', *ঢাকা পোস্ট পত্রিকা*, ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১।

২ শাহ মো. জিয়াউদ্দীন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা', *সংবাদ অনলাইন*, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩।

৩ সঙ্গীতা ইমাম, *পূর্বোক্ত।*

৪ কাজী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, রাজশাহী শহরের প্রত্ন-ইমারত (ঢাকা: গ্রন্থকুটির, ২০১৯), পৃ. ১৮৮।

৫ সাইফুদ্দীন চৌধুরী, '৬০ বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ জুলাই, ২০২৩।

৬ এম. সাদেকুল ইসলাম, 'সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রাজশাহী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়', এম আলতাফ হোসেন (সম্পা.), *সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকপত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উপ-কমিটি, ২০০৩, পৃ. ১৫।

৭ এম. সাদেকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত।*

৮ বায়েজিদ আহমেদ, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস* (রাজশাহী : শেকড় সন্ধানী ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৫।

৯ *প্রাগুক্ত*।

১০ অনীক মাহমুদ, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতিচর্চা*, প্রথম আন্ত:বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০, স্মারকপত্র (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)।

১১ মো: কামাল হোসেন, *বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, পৃ. ৩৬।

১২ *প্রাগুক্ত*।

[১৩] মো.আবুল কালাম, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস (১৯৫৩-২০০৩)*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ৩০৬।
[১৪] *দৈনিক সংবাদ*, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭; অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[১৫] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[১৬] এস.এম. আবু বকর (গবেষণা ও সম্পাদনা), *অনুশীলন: উজান যাত্রার ৩০ বছর* (রাজশাহী: অনুশীলন নাট্যদল, ২০০৯), পৃ. ৯।
[১৭] *প্রাগুক্ত*।
[১৮] মো: কামাল হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯।
[১৯] *প্রাগুক্ত*।
[২০] এস.এম. আবু বকর (গবেষণা ও সম্পাদনা), *পূর্বোক্ত* পৃ. ৪৩।
[২১] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত* পৃ. ২৩৮।
[২২] মো: কামাল হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।
[২৩] *প্রাগুক্ত*।
[২৪] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৮।
[২৫] অনিক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[২৬] *প্রাগুক্ত*।
[২৭] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৮।
[২৮] অনিক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[২৯] *https://www.banglanews24.com*
[৩০] অনিক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[৩১] *প্রাগুক্ত*।
[৩২] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯।
[৩৩] *প্রাগুক্ত*।
[৩৪] *প্রাগুক্ত*।
[৩৫] *https://www.banglanews24.com*
[৩৬] অনিক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[৩৭] *https://www.banglanews24.com*
[৩৮] সাক্ষাতকার : শহীদ ইকবাল, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ২২.০৫.২০৫; *দৈনিক সমকাল*, ২১ অক্টোবর, ২০২২।
[৩৯] সাক্ষাতকার : শহীদ ইকবাল, পূর্বোক্ত; চিহ্নমেলা, *চিরায়ত বাঙলা*, *স্মরণিকাপত্র*, ২০১৯।
[৪০] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৭।
[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।
[৪২] শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বুদ্ধিজীবী। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপাড়ার বাসা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। তিনি ছিলেন একজন মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার মানুষ। শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দারের অবদান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক পরিবেশে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকেব।
[৪৩] *শহীদ সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অফিস নথি থেকে প্রাপ্ত তথ্য*।
[৪৪] *প্রাগুক্ত*।
[৪৫] আবুল কালাম আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৮।
[৪৬] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[৪৭] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৯; অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*।
[৪৮] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*; আবুল কালাম আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৯।
[৪৯] আবুল কালাম আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩০৯; অনীক মাহমুদ *পূর্বোক্ত*।
[৫০] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত।*
[৫১] এম. সাদেকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।
[৫২] *প্রাগুক্ত*।
[৫৩] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত;* আবুল কালাম আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৪।
[৫৪] এম. সাদেকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।
[৫৫] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত।*
[৫৬] *প্রাগুক্ত*।
[৫৭] *প্রাগুক্ত*।
[৫৮] ড.মুহাম্মদ শাহজাহান ও মো.শাহীদুর রহমান চৌধুরী, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (রাজশাহী লেখকদ্বয়, ২০০৬), পৃ.৬৪-৬৮; আবুল কালাম আজাদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৩।
[৫৯] অনীক মাহমুদ, *পূর্বোক্ত।*
[৬০] বায়েজিদ আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৭-২৩৮।
[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-২৩৭।